ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

সাবেক ভিসি আজাদ চৌধুরীকে গুলি ও বর্তমান ভিসির বাসায় বোমা সম্পর্কে ছাত্রলীগ নেতার চাঞ্চল্যকর জবানবন্দি

জোবাইদুল ইসলাম ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরীর চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সাবেক ভিসি এ.কে আজাদ চৌধুরী, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ও সুলতানা শফি এবং বরখাস্তকৃত আইন বিভাগের শিক্ষক শফিকুর রহমান প্রত্যক্ষভাবে এই ষড়যন্ত্রে জড়িত মর্মে সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। গতকাল রমনা থানায় দায়েরকৃত আইন বিভাগের বরখাস্তকৃত শিক্ষক শফিকুর রহমানের হত্যা চেষ্টা মামলায় (৩০ (৫) ২০০৩) ছাত্রলীগ সূর্যসেন হলের সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফকে গ্রেফতার করে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠালে ম্যাজিস্ট্রেট শফিক আনোয়ার আসামী হানিফের ৪ পৃষ্ঠার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করেন। ১ ঘন্টাব্যাপী এই জবানবন্দিতে আবু হানিফ বলেন, এই মামলা করার আগে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ যুগ্ম সম্পাদক রাসেলসহ টি.এস.সিতে বসা ছিল। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সম্পাদক শিশির এসে তাদের এনেক্স বিল্ডিং এর পেছনে নিয়ে যায়। শিশির তাদের (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সাবেক ভিসি আজাদ

(প্রথম পৃঃ পর)

দড় করিয়ে আইন বিভাগের শিক্ষক শফিকুর রহমানের অফিসের পেছনের কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে এবং শিশির একটি পোটলায় আগুন ধরিয়ে শফিক সাহেবের রুমের ভেতর নিক্ষেপ করে। এরপর সবাই চলে যায়। পরদিন উক্ত আগুন লাগানোর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের পক্ষে মিছিল করা হয়। হানিফ জবানবন্দিতে বলেন, শফিক স্যার বর্তমান ভিসি ও ট্রেজারারের বাসায় বোমা রাখা ও বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা নেয়। সে সময় হানিফের সাথে রাসেল, মোশারফ ও শিশির উপস্থিত ছিল। শফিক স্যারের বাসায় ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসীন হল শাখার সদস্য দেলোয়ার এবং জহুরুল হক হল শাখার যুগ্মসম্পাদক মফিজ গুলি করেছে বলে জবানবন্দিতে হানিফ উল্লেখ করে। ঐ গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে পরদিন ছাত্রলীগের ব্যানারে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে ছাপানো পোষ্টার ক্যাম্পাসে লাগানোর জন্য, শফিকুর রহমান নিজে উপস্থিত থেকে হানিফ, মফিজ ও দেলোয়ারকে নিয়ে বিভিন্নস্থানে লাগায়।

শফিকুর রহমান সাবেক ভিসি আজাদ সাহেবকে গুলি করার ২ দিন আগে একটি সাদা কারে মফিজ ও দেলোয়ারকে নিয়ে নীলক্ষেতের পেট্রোল পাম্পের সামনে এসে হানিফকে তুলে কলাবাগানের একটি আন্ডারগ্রাউন্ড কাটফুডের দোকানে নিয়ে যায়। সেখানে পরিকল্পনা করা হয় ১১ মে সন্ধ্যায় বিজনেস ষ্ট্যাডিজ অনুষদের টিচার্স লাউঞ্জে একটি মিটিং হবে। ঐ মিটিং-এ অধ্যাপক এ.কে. আজাদ চৌধুরী, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, সুলতানা শফি ও শফিকুর রহমান উপস্থিত থাকবেন। মিটিং শেষে তাঁকা গুলি করতে হবে। ঐ গুলি আজাদ স্যারকে হত্যার জন্য করা হয়েছে মর্মে প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ মে দুপুরে শফিকুর রহমান তাকসু ভবনের পেছনে ৪ রাউন্ড গুলিসহ একটি .৩২ রিভলবার হানিফকে দেয়। পরদিন ১১ মে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মফিজ, দেলোয়ারসহ হানিফ, শফিকুর রহমানের মোবাইল মিস কলের সংকেত পেয়ে ৪ রাউন্ড তাঁকা গুলী করে। পুলিশ হানিফের দেখানো মত গুলির খোসা উদ্ধার করেছে। পরদিন অস্ত্রটি রাত সাড়ে ৯টায় ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটের সামনে শফিকুর রহমানের কাছে ফেরত দেয়া হয়।

মামলার জবানবন্দি রেকর্ড শেষে শফিকুর রহমানের দায়েরকৃত রমনা থানার অপর মামলা ৫২ (৩) ২০০৩ এ হানিফকে ১ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়। গতকাল সন্ধ্যায় রমনার ওসি মাহবুব ও সেকেন্ড অফিসার রেজাউলের নেতৃত্বে কোর্ট এলাকার পাশ থেকে শফিকুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।